কালের কণ্ঠ

তারিখ 3 1 DEC 2017
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

ইটভাটায় শ্রমিক পাঠানো নিয়ে দ্বন্দ্ব

উপবৃত্তি পাচ্ছে না ৫০০ শিক্ষার্থী

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি ▷

দেড় বছর ধরে উপবৃত্তি বন্ধ রয়েছে কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলার ইন্দ্রগড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। প্রধান শিক্ষকের অভিযোগ, ইটভাটায় শ্রমিক পাঠানো নিয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের মনিটরিং কর্মকর্তার সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্বের কারণে উপবৃত্তি বন্ধ হয়ে গেছে। আর হাজীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলছেন, এক বছর আগে তাঁর বিদ্যালয় ওই কর্মকর্তা পরিদর্শন করেছিলেন। পরিদর্শনের পরে তাঁর সঙ্গে 'যোগাযোগ' না করায় তিনি এই বিদ্যালয়ের উপবৃত্তি বন্ধ করে দেন। এতে বিদ্যালয় দুটির প্রায় ৫০০ শিক্ষার্থী উপবৃত্তি বঞ্চিত হওয়ায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে এলাকায়। তবে অভিযুক্ত কর্মকর্তা মো. রোকনুজ্জামান বলছেন, উপবৃত্তির শর্ত পূরণ করতে না পারায় বিদ্যালয় দুটির উপবৃত্তি বন্ধ রয়েছে।

সূত্র মতে, ওই যোগাযোগ না করার অর্থ ঘুষ না দেওয়া। ১৯৮৪ সালে ৪০ শতক জমিতে স্থাপিত নাগেশ্বরীর ইন্দ্রগড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ হয় ২০১৩ সালে। শিক্ষার্থীরা নিয়মিত উপবৃত্তি পেলেও ২০১৬ সালের জুন মাস থেকে তারা উপবৃত্তির টাকা পাওয়া থেকে বঞ্চিত। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীসংখ্যা ২৫৪। এর মধ্যে প্রাক-প্রাথমিকে ১৭, প্রথম শ্রেণিতে ৪০, দ্বিতীয় শ্রেণিতে ৫০, তৃতীয় শ্রেণিতে ৬৮, চতুর্থ শ্রেণিতে ৪৬ ও পঞ্চম শ্রেণিতে ৩৩ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। পঞ্চম শ্রেণির ৩৩ জনের মধ্যে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় (পিইসি) অংশ নেয় ১৬ জন। উপবৃত্তি বন্ধ থাকায় বিদ্যালয়ে কমতে শুরু করেছে শিক্ষার্থী। আশপাশের সব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যখন উপবৃত্তি পায় তখন এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উপবৃত্তি না পেয়ে হতাশ। বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র লাভলু মিয়া, চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী খাদিজা, নাসিমা খাতুন ও মেহেদি এবং তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র আলমগীর জানায়, বিদ্যালয় থেকে প্রায় দেড় বছর ধরে উপবৃত্তি দেওয়া হয় না।

কুড়িগ্রাম

ইন্দ্রগড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কয়েক শিক্ষার্থীর অভিভাবক রফিকুল ইসলাম, আব্দুল গফুর, হালিমা খাতুন, রহিমা ও জান্নাতুল জানান, এই এলাকার মানুষজন অভাবী। সরকারের দেওয়া উপবৃত্তির টাকা দিয়ে সন্তানদের পড়াশোনার খরচ চালায়। অথচ দেড় বছর ধরে উপবৃত্তি বন্ধ। এলাকায় কাজকর্মও কম। আবার যে কাজ পাওয়া যায় তাতে মজুরি কম। এতে তারা যে টাকা পায় তা সংসারের পেছনেই খরচ হয়ে যায়; সন্তানের পড়াশোনার খরচ জোগাবে কিভাবে? তাঁরা আরো জানান, জেলা মনিটরিং অফিসার ঢাকার একটি ইটভাটার ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। তিনি এই এলাকার দরিদ্র মানুষকে অগ্রিম দিয়ে শ্রমিক হিসেবে নিয়ে ওই ইটভাটায় পাঠান। শ্রমিক পাঠানোর টাকা নিয়ে ইন্দ্রগড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে এই কর্মকর্তার দ্বন্দ্বের খেসারত দিতে হচ্ছে তাঁদের।

বিদ্যালয়টির ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মজিবর রহমান বলেন, 'ইটভাটায় শ্রমিক পাঠানোর টাকা নিয়ে এলাকার ফারুকের সাথে দ্বন্দ্ব হয় ওই কর্মকর্তার (রোকনুজ্জামান)। এবং শ্রমিককে দেওয়া ওই কর্মকর্তার কিছু টাকা আমার অজান্তে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠান তিনি। পরে ওই টাকা আমি শ্রমিকদের অগ্রিম হিসেবে দিই। এরপর ভাটায় শ্রমিক না যাওয়ায় জেলা মনিটরিং কর্মকর্তা মিথ্যে অভিযোগ দিয়ে উপবৃত্তির টাকা বন্ধ করেছেন।'

হাজীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৪৯ জন শিক্ষার্থীর উপবৃত্তি বন্ধ রয়েছে এক বছরের বেশি সময় ধরে। প্রধান শিক্ষক মশিউর রহমান বলেন, "বছরখানেক আগে তিনি প্রশিক্ষণে থাকার সময়ে বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন জেলা মনিটরিং কর্মকর্তা। পরিদর্শনের পর তাঁর সঙ্গে 'যোগাযোগ' না করায় তিনি উপবৃত্তি বন্ধ করে দেন। ফলে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির টাকা ফেরত গেছে।"

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোসলেম উদ্দিন শাহ জানান, 'জেলা মনিটরিং অফিসার ভিজিট করে ওই দুটি বিদ্যালয়ের উপবৃত্তি বন্ধের সুপারিশ করলে তা বন্ধ হয়ে যায়। তাঁকে আবার ভিজিট করে উপবৃত্তি খুলে দেওয়ার অনুরোধ করা হলেও তিনি ভিজিটে যাননি। পরে আমি ভিজিট করে উপবৃত্তি দেওয়ার জন্য প্রকল্প পরিচালক বরাবর রিপোর্ট দিয়েছি।'

জেলা মনিটরিং অফিসার মো. রোকনুজ্জামান অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'নিয়মিতভাবে বিদ্যালয় পরিদর্শন করে পরিদর্শন ফরমের ২৫টি ক্যাটাগরি পূরণ করে পাঠানো হয়। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই উপবৃত্তি দেওয়া বা বন্ধ করে থাকে মন্ত্রণালয়। এখানে আমার কোনো হাত নেই। ওই দুই বিদ্যালয় উপবৃত্তির শর্ত পূরণ করতে না পারায় তাদের উপবৃত্তি বন্ধ হয়েছে।' তিনি বলেন, 'আমার মধ্যস্থতায় আমার এক আত্মীয় ইটভাটায় শ্রমিক নেওয়ার ব্যাপারে প্রায় দেড় লাখ টাকার ডিল করেন ইন্দ্রগড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে। সেটা নিয়ে ঝামেলা হয়। তবে উপবৃত্তি বন্ধের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।'